যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
তারিখ: ২৩-০১-২০২২ (পৃ: ১৩)

পোড়া রোগ প্রতিরোধী ও জিংকসমৃদ্ধ দুটি নতুন ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে ব্রি

■ ডক্টর পার্থ সারথী বিশ্বাস ও এম আব্দুল মোমিন

বোরো মৌসুমের ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী ও জিংকসমৃদ্ধ আরো নতুন দুটি জাত উদ্ভাবন করেছে ব্রির উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের বিজ্ঞানীরা। বিগত ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৬তম সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত দুইটি সারা দেশজুড়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। নতুন দুইটি জাত হচ্ছে ব্রি ধান-১০১ ও ব্রি ধান-১০২। এ নিয়ে ব্রি উদ্ভাবিত সর্বমোট ধানের জাত সংখ্যা হলো ১০৮টি।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ব্রির মহাপরিচালক ডক্টর মো. শাহজাহান কবীরসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার প্রধানদের উপস্থিতিতে জাত দুটি অনুমোদন দেয়া হয়।

ব্রি ধান১০১ বোরো মৌসুমের ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী জাত। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭ দশমিক ৭২ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এর ফলন হেক্টর প্রতি ৮ দশমিক ৯৯ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়। এ জাতের দানা লম্বা ও চিকন এবং সোনালি বর্ণের। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪২ দিন, যা বোরো মৌসুমের জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান-৫৮ এর চেয়ে চার দিন আগাম। এক হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২৩.১ গ্রাম। ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৫.০ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৯.৮ ভাগ। ভাত ঝরঝরে। জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী। এ জাতটিতে ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী প্রকট জিন বিদ্যমান এবং আর্টিফিশিয়াল ইনোকুলেশনে উচ্চ মাত্রার রোগ প্রতিরোধী (স্কোর-১) ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে পরপর তিন বছর ফলন পরীক্ষা করার পর বোরো ২০১৯-২০ মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে আঞ্চলিক এ জাতের উপযোগিতা যাচাই করা হয়। এর জীবনকাল ব্রি ধান৫৮ এর আগাম এবং ফলন বেশি হওয়ায় প্রস্তাবিত জাত হিসেবে নির্বাচিত হয়। এরপর জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ন দল বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে কৃষকের মাঠে প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষা সন্তোষজনক এবং মাঠপর্যায়ে ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী বলে বিবেচিত হওয়ায় বোরো মৌসুমের ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে ছাড়করণ করা হয়।

ব্রি ধান-১০২ বোরো মৌসুমের একটি উচ্চমাত্রার জিংকসমৃদ্ধ জাত। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৮.১ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান-১০২ এর ফলন হেক্টর প্রতি ৯.৬০ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়। এর দানা লম্বা ও চিকন এবং সোনালি বর্ণের। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৫০ দিন- যা বোরো মৌসুমের জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান-২৯ এর চেয়ে ২ (দুই) দিন আগাম। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২২.৭ গ্রাম। ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৮.০ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৭.৫ ভাগ। ভাত ঝরঝরে। জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো উচ্চমাত্রার জিংকসমৃদ্ধ (২৫.৫ মিলি গ্রাম- কেজি) যা ব্রি ধান-২৯ (১৮.২ মিলি গ্রাম- কেজি) এর চেয়ে ৭.৩ মিলি গ্রাম-কেজি বেশি।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে পরপর চার বছর এর ফলন পরীক্ষা করা হয় এবং বোরো ২০১৯-২০ মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে আঞ্চলিক উপযোগিতা যাচাই করা হয়। ব্রি ধান-২৯ এর চেয়ে বেশি জিংক এবং ফলন বেশি হওয়ায় এটি প্রস্তাবিত জাত হিসেবে নির্বাচিত হয়। এরপর জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ন দল বোরো ২০২০-২১ মৌসুমে কৃষকের মাঠে প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষা সন্তোষজনক হওয়ায় বোরো মৌসুমের উচ্চমাত্রার জিংকসমৃদ্ধ জাত হিসেবে চূড়ান্ত ভাবে ছাড়করণ করা হয়।

লেখকদ্বয়: প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ ও ঊর্ধ্বতন যোগাযোগ কর্মকর্তা, ব্রি।